بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুম'আ

জলসা সালানা বারতানিয়ায় অংশগ্রহণকারী অআহমদী ও অমুসলিম অতিথিদের ঈমান উদ্দীপক প্রভাব।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লণ্ডনের বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদ হতে প্রদত্ত ১০ই আগষ্ট ২০১৮-এর খোতবা জুমা এর সংক্ষিপ্তসার

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.)বলেন:

সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র। গত রোববার স্বীয় আশিসরাজীর বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে খোদার কৃপার বহি:প্রকাশ ঘটানোর মাধ্যমে যুক্তরাজ্য জলসা সালানা সমাপ্ত হয়েছে। এখন আমি সংক্ষেপে অতিথিদের গৃহীত কিছু প্রভাব আপনাদের সামনে তুলে ধরব, যা সম্পর্কে এটি প্রকাশ পায় যে জলসার কল্যাণে অন্যদের ওপরও কেমন প্রভাব পড়ে।

বেনীনের একজন অতিথি বেলেনহুড সাহেব যিনি ৮ বছর মন্ত্রী ছিলেন, এখন তিনি একজন সাংসদ। তিনি জলসায় যোগদান করেছেন, তিনি বলেন, আমি জলসা সালানা থেকে যা কিছু পেয়েছি যা অঢেল ধনসম্পদ খরচ করেও অর্জন করা সম্ভব হত না। একটি খুবই আনন্দঘন এবং আধ্যাত্মিক পরিবেশে আমি অবস্থানের সুযোগ পেয়েছি। আজ পর্যন্ত এত সুশৃঙ্খল জনসমাবেশ দেখি নি যাতে ৪০ হাজারের মত মানুষ যোগদান করেছে যারা বিভিন্ন রং বর্ণ, জাতীর মানুষ, তাসত্ত্বেও এত শান্তিপূর্ণ পরিবেশ যে, কোন ঝগড়া নেই, বিবাদ নেই, সবাই পরস্পরের সেবায় ব্যস্ত। ছোট, বড়, বৃদ্ধ, যুবক, নর-নারী সকলেই উন্নত আখলাক বা চরিত্র প্রদর্শন করে অন্যের আরামের জন্য কাজ করছে। এটি আমার জন্য অনেক বড় বিষয় এবং আশ্চর্যজনক বিষয়, এত বড় জনসমাবেশে কোন পুলিশ নেই কোন সেনাবাহিনী নেই, সর্বত্র জামা'তে আহমদীয়া সেচ্ছাসেবীদের কাজ করতে দেখা যায়। আমি ভাবছিলাম আজকের যুগে নি:স্বার্থভাবে কাজ করা কীভাবে সম্ভব হতে পারে। আমি এরপরে সিদ্ধান্তে উপনিত হই যে, সব কিছু আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে খেলাফতের নেতৃত্বে সম্ভব হয়েছে। যা জামা'তের শিশু, বৃদ্ধ, যুবক এবং মহিলাদের এমনভাবে প্রশিক্ষণ দিয়েছে আর শৈশবেই জামা'তের ব্যবস্থাপনার জ্ঞান দেওয়া আরম্ভ করে। আমি বলতে পারি যে, জামা'তে আহমদীয়া পৃথিবীর সামনে যে ইসলাম উপস্থাপন করে আর যেভাবে সদস্যদের তরবীয়ত করছে এরফলে অচিরেই মানুষ ইসলাম আহমদীয়াতে প্রবেশ করবে। আহমদীয়তই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ধর্ম হবে। আহমদী কোন ধর্ম নয়, ইসলামই সবচেয়ে বড় ধর্ম হবে যা আহমদীয়াতের মাধ্যমে মসীহ্ মওউদের কল্যাণে পুনরায় নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি বলছেন, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত যে শিক্ষা পৃথিবীর সামনে উপস্থাপন করে তার প্রকৃত ব্যবহারিক চিত্র জলসায় যোগদানের পর চোখে পড়ে। এই জলসার অনেক সুখকর স্মৃতি নিয়ে লন্ডন থেকে দেশে ফিরে যাচ্ছি। আমার জন্য এ মুহূর্তগুলো অবর্ণনীয় সুখকর স্মৃতি।

আরেকজন মেহমান, বেনীনের সাথে সম্পর্ক রাখেন। তার নাম হল চুওয়ানো পাসকাল, যিনি planning development এ উচ্চপদে অধিষ্ঠিত আছেন। তিনি বলছেন, অনেক কনফারেন্সে আমি যোগদান করেছি, দেখেছি কিন্তু আপনাদের জলসার মত সুশৃঙ্খল আর সফল জলসা পূর্বে আমি কখনও দেখিনি। এই জলসার সকল কর্মী স্বস্ব দায়িত্ব সম্পর্কে খুব ভালভাবে জ্ঞান রাখতেন ও সব দায়িত্ব খুব সুন্দরভাবে পালন করছিলেন। ৪০ হাজার মানুষের খাবার খাওয়ানো আশ্চর্যজনক বিষয় ছিল। কিন্তু সবচেয়ে বড় এবং অবিস্মরণীয় বিষয় হল সকল খাবার রান্নাকারী এবং পরিবেশনকারী ছিল সেচ্ছাসেবী। সারা পৃথিবীতে যদি এই প্রেরণার ভিত্তিতে কাজ করা হয় আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, পৃথিবী থেকে যুদ্ধ বিগ্রহের অবসান ঘটবে। মানব জাতীর সমস্যাবলীর সমাধান হয়ে যাওয়ার কথা, জামা'তে আহমদীয়ার প্রশংসা না করে আমি পারছি না, এদের ছোট বড় যুবক, বৃদ্ধ, মহিলা সকলেই সুশৃঙ্খল এবং সম্মানিত মানুষ।

হাইতির প্রেসিডেন্ট এর প্রতিনিধি যোসেফ পেরে সাহেব এসেছেন। তিনি বলেন, জলসা জীবনের সবচেয়ে ভাল একটি অভিজ্ঞতা যা কখনও আমি ভুলতে পারব না। কর্মীদের অতুলনীয় কর্মপন্থা আমার চোখ খুলে দিয়েছে বরং ইসলাম সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণভাবে বদলে দিয়েছে।

আইভোরিকোস্ট থেকে সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারক তুরেলী সাহেব এসেছেন, যিনি আইভোরিকোষ্টের ন্যাশনাল কন্সটিটিউশনাল কাউন্সিল এর এ্যাডভাইজারও বটে। তিনি বলছেন যে, আমি মুসলমান, নিজেও গত বিশ বছর ধরে ইসলামী বিভিন্ন ফের্কার ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদানের সুযোগ পাচ্ছি কিন্তু এ বিশ বছরে আমি ইসলামের সেই জ্ঞান অর্জন করতে পারি নি যা জলসার এ তিন দিনে আমার অর্জিত হয়েছে। এই দিনগুলোতে আমার আধ্যাত্মিকভাবে উন্নতি হয়েছে যে উন্নতি হয়েছে তা গত বিশ বছরে হয় নি। অআহমদী আলেমদের কাছে কিছু নেই। ইসলাম সম্পর্কে কেউ যদি প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করতে হয় তাহলে তার জামা'তে আহমদীয়ার কাছে যাওয়া উচিত। পুনরায় তিনি বলছেন, জলসায় যেভাবে সেচ্ছাসেবীরা দায়িত্বপালন করে তা থেকেই বুঝা যায় যে আহমদীরা খেলাফতের প্রতি গভীর ভালোবাসা রাখে। এ ভালোবাসার কারণে পূর্ণ আনুগত্য করা, নিজেদের মাঝে পারস্পরিক ভালোবাসার

মাঝে জীবন যাপনে করে, এই ভালোবাসার ভিতর ঐখ্য এবং ঐকতান রয়েছে, এই কারণেই তারা সঠিকভাবে ইসলামে খেদমত করছে। অন্যকোন মুসলমান ফের্কার কাছে এমন নেতা এবং এমন ঐক্য নেই, আমি ভবিষ্যতেও আধ্যাত্মিক এই জলসায় যোগদান করব বরং আমার স্ত্রীকেও সাথে নিয়ে আসব।

জাপান থেকে আগত প্রতিনিধি দলের এক ভদ্র মহিলা বলছেন, মহিলাদের উদ্দেশ্যে আমার যে বক্তব্য ছিল সে সম্পর্কে বলছেন যে, মহিলাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বক্তৃতা থেকে বুঝা যায় যে, খলীফায়ে ওয়াক্তের নসীহত জামা'তে আহমদীয়ার নসীহত সেই প্রটেকশন যার ছায়াতলে জামা'তে আহমদীয়া উন্নতি করছে। এরপর বিভিন্ন পরিবারের মাঝে সম্পর্ক বন্ধন স্থাপন আর যান্ত্রিক জগৎ থেকে বেরিয়ে আসা এটি সময়ের দাবি। আজকে ধর্ম থেকে দূরত্ব সৃষ্টির প্রবণতা দেখা যায় কিন্তু আমরা ভাবছিলাম যে সেটি কোন শক্তি যা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্যদের মাঝে ধর্মীয় সেবার প্রেরণা এবং উচ্ছাস বিদ্যমান রেখেছে। এই প্রশ্ন আমার হৃদয়ে ঘুরপাক খাচ্ছিল কিন্তু জলসার প্রথম দিনই দোয়ায় যোগদান করে এবং জামা'তে আহমদীয়ার ইমামের নসীহত বা উপদেশ শুনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, দোয়াই সেই শক্তি যা আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত এবং পৃথিবীর মানুষের মাঝে পার্থক্য। জলসায় বার বার আমরা দোয়া করার সুযোগ পেয়েছি। দোয়ার পর আমরা দেখেছি যে, আমাদের হৃদয়ও কিছুটা হালকা হয়েছে। আমাদের আত্মা এক সতেজতা পেয়েছে।

জাপান থেকে আসা একজন অতিথি ওশিদা সাহেব, যিনি বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান পিস্ট, আন্তর্জাতিক বয়আতের প্রেক্ষাপটে নিজের ভাবাবেগ প্রকাশ করেছেন। বয়আতের অনুষ্ঠান দেখে অনুভব হল যে, আমাদের এক খোদা আছেন যার সামনে বা তাঁর সামনে সেজদাবনত হলে হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে, পাপ বিধৌত হয়। সব মানুষ মতভেদ দূর করে যদি ঐক্যবদ্ধ হতে চায় তাহলে হতে পারে। তিনি আরো বলছেন যে, বয়আতের অনুষ্ঠানে যোগদান করে অবলীলায় আমাদের চোখ থেকে অশ্রু বইতে থাকে, আমরাও সেজদাবনত হই। আর এমন মনে হয় যে, সত্যিই আমাদের পাপ বিধৌত হচ্ছে।

ইন্দোনেশিয়ার একজন আলেম প্রফেসর মামিল তার নাম, তিনি বলছেন, জলসা সালানার অনুষ্ঠান একটি অনেক বড় আশ্চর্যজনক প্রোগ্রাম। এই জলসায় বিভিন্ন দেশ থেকে মানুষ এসেছিল, এমন মনে হচ্ছিল যেন সারা পৃথিবীকে সমবেত করে ঐক্যবদ্ধ উম্মতে পরিণত করা হয়েছে। যেভাবে এখানে সেচ্ছাসেবীরা সেবা করছিল অন্য কোন সুসংগঠিত বা সংগঠনে এর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। এটি একথার অনেক বড় প্রমাণ যে, জামা'তে আহমদীয়া সকল ক্ষেত্রে সেবাদাতা জামা'ত। জলসা চলাকালে সকল প্রকার মানুষের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে, তাদের অনেকে অনেক বড় বড় ব্যক্তিত্ব ছিল, সর্বত্র ইসলামী ভ্রাতৃত্বের দৃশ্য স্পষ্ট ছিল, সর্বত্র শান্তি এবং নিরাপত্তার বাণী শোনা যাচ্ছিল, আতিথেয়তার যতটুকু সম্পর্ক আছে তা ভাষায় বর্ণনা করা যাবে না।

ইন্দোনেশিয়ার এক ভদ্র মহিলা অতিথি, তিনি মুসলমান মহিলাদের সংগঠনের এক নেত্রী, তিনি বলছেন যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বেশ কিছু বই আমি পড়েছি। জামা'তের অনেক জ্ঞান আমার রয়েছে, কিন্তু জলসা সালানায় যখন যোগদান করলাম খলীফায়ে ওয়াক্তের বক্তব্যগুলো নিজ কানে শুনলাম, খুবই প্রভাবিত হয়েছি। সত্যিই জামাতে আহমদীয়ার মানুষ সৎকর্মশীল আলেম, যেভাবে মনোযোগসহকারে খলীফায়ে ওয়াক্তের কথা শুনে এই পুরো দৃশ্য দেখে হতভম্ব হতে হয়। মানুষ বলে যে, আহমদীয়া মুসলিম জামাত কুফর এবং পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত, লিপ্ত, অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করছে। কিন্তু সত্য কথা হল এরাই সত্যিকার মুসলমান যারা রীতিমত নামায পড়ে, আল্লাহ্ এবং বান্দাদের অধিকারকে খুব ভালোভাবে প্রদান করছে। পরস্পর পরস্পরের শ্রদ্ধা করে, সব কথা বলার পূর্বে আসসালামুআলাইকুম বলে, সকল অনুষ্ঠানে শৃঙ্খলা এবং আনুগত্যের প্রেরণায় কাজ করে। প্রতিটি সেচ্ছাসেবী নিজ দায়িত্বসমূহ তাকওয়ার অধিনেই পালন করে। এই পুরো দৃশ্য দেখে আমি গভীরভাবে প্রভাবিত এবং অভিভূত। ইনি বলছেন, এই সবকিছু যুগ ইমাম এবং খেলাফতের বরকতেরই ফলাফল মনে হয়।

ইন্দোনেশিয়ার এক অআহমদী আলেম, সেখানকার এক বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান। তিনি বলেন প্রথমবার এমন জলসা দেখেছি যেখানে সকল দিক থেকে সকল অর্থে আধ্যাত্মিক বিষয়াদীকে অগ্রগণ্য হচ্ছে, আমি এটিকে এক স্বর্ণালী জলসা বা অনুষ্ঠান মনে করি। তিনি আরো বরছেন যে, এটিই সত্যিকার ইসলাম আর এটিই সত্যিকার ভ্রাতৃত্ববোধ। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত একমাত্র আন্তর্জাতিক সংগঠন যার দৃষ্টান্ত কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না, জামা'তে আহমদীয়ার ব্রত খুবই উন্নত। সকল হৃদয়ে কীলকের মত তা গেঁথে যায়।

গিনীকোনাকুরির একটি প্রদেশের একজন গবর্ণর সারাংগর কুমারা সাহেবা, জলসায় যোগদান করেন এবং বলেন, এরচেয়ে উত্তম এবং সুশৃঙ্খল অনুষ্ঠান পূর্বে দেখি নি, পৃথিবীর সকল দেশ থেকে সকল রং বর্ণের মানুষ বড় সংখ্যায় এতে যোগদান করে, যা সর্বত্তোম ইসলামী আদর্শ তুলে ধরছে, প্রেমপ্রীতি ভালোবাসার অসাধারণ বহি:প্রকাশ কেবল বুলিসর্বস্ব নয় বরং কার্যত পরিলক্ষিত হচ্ছিল। এই তিন দিনে আমি এটি মনে করি বা এটি বুঝেছি যে, আহমদীয়া জামা'ত এক শৃঙ্খল এক ইমামের ইশারায় পরিচালিত জামা'ত। এটি ইসলামের সুন্দর শিক্ষা যা মেনে আমরা আজকে এক জামাতভুক্ত এক জামাতে পরিণত হতে পারি। তিনি দোয়ার অনুরোধ করছেন যে, দোয়া করুন আমাদের দেশে যেন আল্লাহ্ তা'লা শান্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। সত্যিকার ইসলাম যেন প্রতিষ্ঠিত হয়।

গুয়েতেমালার একজন সাংবাদিক মহিলা বলছেন, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত যুক্তরাজ্যের জলসায় যোগদান করে অসাধারণ ভাবে আনন্দিত। আহমদীয়া মুসলিম জামাতকে কাছে থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে। ইসলাম সম্পর্কে অনেক ভুল ধারণা দুরীভুত হয়েছে। প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে জানতে পেরেছি। আমি এই শান্তিপূর্ণ ইসলামী সমাজে খুবই প্রভাবিত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস জামাতে আহমদীয়ার সদস্য সত্যিকার অর্থে শান্তি এবং নিরাপত্তার ভিত রচনা করছে।

মেক্সিকো থেকে একজন নতুন বয়আতকারী আলিজাভেদ পেরিরা সাহেবা বলছেন, আমি জানি ইসলাম শান্তির ধর্ম কিন্তু আমার ঘরের

লোক এখানে আমাকে আসতে বাধা দিচ্ছিল আর ভয় দেখাচ্ছিল কিন্তু এখানে আসার পর আমি সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র পেয়েছি। বিমান বন্দরে আমাদের অভ্যর্থনা জানানো থেকে আরম্ভ করে জলসা সালানার তিন তিন পর্যন্ত সেচ্ছাসেবীদের যেই আবেগ এবং ব্যবহার দেখেছি, এতে আমি গভীরভাবে প্রভাবিত।

মেক্সিকোর একজ নতুন বয়আতকারিনী নোরাবেতু সাহেবা বলেন, সেচ্ছাসেবীরা কখনও কখনও আমার কথা বুঝত, কিন্তু এখানে এসে আমি বুঝতে পেরেছি যে, ভাষার দূরত্ব আহমদীদের সম্পর্কের মাঝে বাদ সাধতে পারে না। আল্লাহর ভালোবাসা আমাদেরকে এক সূত্রে গথিত করেছে আমার মনে হচ্ছিল যে আমার পরিবারের সদস্যদের সাথেই বসবাস করছি। খলীফায়ে ওয়াক্তের বক্তব্য শুনে আমি আমার মাঝে কি দুর্বলতা আছে তা খতিয়ে দেখিছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমি সঠিক স্থানে এসেছি। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে হেদায়াতের পথ দেখিয়েছেন। আমার আন্তরিক বাসনা হল এবার আমার ঈমান দৃঢ়তা লাভ করেছে। আমার ঘরের সদস্যরা যেন ইসলাম সম্পর্কে জানার আগ্রহ দেখায় এবং ঈমান আরো দৃঢ় হয়।

এরপর রয়েছে আযীয সাহেব, তিনি ক্যমরুনের অধিবাসী, তিনি বলেন, মহিলাদের মাঝে খলীফায়ে ওয়াক্ত যেই বক্তৃতা করেছেন তা আমাদের নব প্রজন্মের সুশিক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সোসাল মিডিয়ার ব্যবহার কীভাবে করা উচিত এই বিষয়গুলো সময়ের গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা। আমাদের শিশুদের পরিবেশ থেকে যদি আমরা রক্ষা না করি তারা মানবিকতা এবং ইসলাম থেকে দূরে চলে যাবে। এই শিক্ষা আমাদের অবলম্বন করতে হবে। তিনি আরো বলছেন 'ফাহসা'র যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে শেষ বক্তৃতায় তা খুবই প্রভাব বিস্তারী ছিল। এর অর্থ শুনে এমন মনে হয়েছে যে, আমরা সবাই এমন পাপে লিপ্ত। অনেকে এমন আছে যারা নেক আখ্যায়ীত হয় সত্যিকার অর্থে তাদের কর্ম নেক বা পুত নয়। যদি খলীফায়ে ওয়াক্তের এই তফসির আমরা বুঝি আর এটিকে কাজে রূপায়ীত করি নতুন প্রজন্মকে পবিত্র এবং স্বচ্ছ সমাজ দিতে পারি। ফাহসা শব্দের ব্যাখ্যা এমন একটি বিষয় যা আমাকে কাপিয়ে তুলেছে, এটি এমন উত্তম একটি কথা তাকে জীবনের আমি অংশ বানিয়ে রাখব।

ফিলিপাইন থেকে টেলিভিশন চ্যানেল এভিএস এর প্রসিদ্ধ মর্নিং শোর উপস্থাপক বলছেন, আমার জীবনে প্রথমবার আমি এত বড় সংখ্যায় বিভিন্ন দেশ এবং বর্ণের মানুষকে এক জায়গায় আমি সমবেত পেয়েছি। প্রত্যেক ব্যক্তি সে যে দেশেরই অধিবাসী হোক না কেন মানুষ পরস্পরকে জানুক বা না জানুক পরস্পরকে দেখে মুচকি হেসে ছালাম করত, সবচেয়ে বড় কথা হল এখানে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্য হল শুধু ভালবাসা এবং মানবিক মূল্যবোধের প্রচার। সাংবাদিক হিসেবে সহস্র জলসা দেখার সুযাগ হয়েছে, যত শান্তি ধৈর্য শৃঙ্খলার সাথে যু ক্তরাজ্যের জলসা সালানার কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে এ দৃষ্টান্ত পূর্বে কখনও দেখিনি। সেচ্ছাসেবীরা এমন ভালোবাসার সাথে আমাদের সম্মানিত করেছে, আমাদের সকল চাহিদা পুরণ করেছে এটি আমার হৃদেয় গভীর প্রভাব ফেলেছে। আমার হৃদয়ে একটা মাইলফলকের মর্যাদা রাখে। একটা নতুন সংস্কৃতি এবং সভ্যতা দেখার সুযোগ হয়েছে যা ফিলিপাইনি সংস্কৃতি থেকে পৃথক।

এরপর কানাডা থেকে আদিবাসী লোক তাদের প্রতিনিধি দলও জলসায় যোগদান করে। তারা জলসায় বড় বড় তাদের ঐতিহ্যগত মুকুট পড়ে রেখেছিল, এরা গোত্রীয় মানুষ। তাদের তিন গোত্রের এবং একজন যুব নেতা আসে, যুব নেতা মেক্স ফেন্ডে বলছেন, জলসা সালানায় খোদ্দামদের সেচ্ছাসেবামূলক সেবা আমাদেরকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। আমরা ফিরে গিয়ে অচিরেই আহমদী যুবক এবং ইউথের এক যৌথ অনুষ্ঠান করব, আহমদী যুবকদের মত এত সুশৃঙ্খল কোন জাতিতে আমরা দেখি নি। যে দক্ষতার সাথে তারা দায়িত্ব পালন করে তার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। খোদ্দামরা এ কথা স্মরণ রাখবেন যে, এই প্রশংসা তাদের যেন অধিক প্রশংসার প্রতি মনোযোগী করে।

একজন চীফ রোগান্ড র‍্যাগম্যান বলছেন, আমার ধুমপানের অভ্যাস অনেক বেশি আর তামাক আমরা সচরাচর ব্যবহার করে থাকি, আমাদের গোত্রের লোকদের বৈশিষ্ট্য হল ধুমপান এবং তামাক ব্যবহার ফাসনেসন লোকদের ধর্মের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, এই বিশ্বাস রাখে যে তামাক ব্যবহার আধ্যাত্মিকতার উন্নতির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সহায়ক। কিন্তু জলসা সালানায় খলীফায়ে ওয়াক্ত যখন জামা'তের সদস্যদের বলেন যে, ধুমপান থেকে বিরত থাকতে হবে তখন চীফ বলেন আমিও অঙ্গীকার করি আর তিনি বলেন যে, আমি জলসার দিনগুলোতে সিগারেট পান ধুমপান করা থেকে বিরত থাকব, নিজের অঙ্গীকারে তিনি প্রতিষ্ঠিত থাকেন। তিনি আরো বলেন, খলীফায়ে ওয়াক্তের বক্তৃতা শোনার পর আমার মতামত হল ইসলামী শিক্ষা হল ভালোবাসা শান্তির প্রচার এবং মানবতার প্রতি ভালোবাসা, যেভাবে তিনি তার বক্তৃতায় বর্ণনা করেছেন। তাই এক আহমদী হওয়া আমি পছন্দ করব।

ফারসাট ন্যাশনের একজন চীফ বা প্রধান হলেন রাওচেল, তিনি বলেন, যে ভালোবাসা এবং সম্মান এ জলসায় পেয়েছি তা আমাদের শত শত বছর পুরোনো শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্য রাখে। যেভাবে আমরা পরস্পরের সাথে ভালোবাসা এবং ভ্রাতৃত্ববোধের পরিবেশে বসবাস করি। আমাদের সকল চাহিদা পুরণ করা হয়েছে। মুসলমানদের সম্পর্কে একটি মতামত রাখে আমেরিকার মানুষ আরেকটি দৃষ্টিভঙ্গী কানাডিয়ানদের রয়েছে কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় হল- আমাদের কিছু মানুষ মুসলমানদের সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা রাখে না। কিন্তু এখন আমি মনে করি যে, আমরা নিজেরাই আমাদের নিজেদের শত্রু। তিনি বলেন, আহমদীয়া মুসলিম জামাতকে আমি দেখেছি এরা পরস্পরের সাথে ঝগড়াও করে না আর বিতর্কেও লিপ্ত হয় না আর পরস্পরের বিরুদ্ধে কোন কথাও বলে না। তো মানুষের এই যে উত্তম আদর্শ যা সবাইকে প্রভাবিত করে।

জ্যামাইকা থেকে একজন অআহমদী অতিথিনী সাহেবা যোগদান করেন জলসায়। তিনি বলছেন, তিনি একজন একাউন্টেন্ট শিক্ষিতা মহিলা। গত ৫ বছর থেকে জামাতে আহমদীয়ার সাথে যোগাযোগ রাখি। এ সময়ের ভিতর জামাতের লোকদের সাথে সম্পর্ক এবং পরিচিতি ব্যাপক ছিল, জলসায় যোগদানের পর এ ক্ষেত্রে আরো অনেক ব্যাপকতা সৃষ্টি হয়েছে। ইসলাম সম্পর্কে মাথায় যেই

সন্দেহই ছিল তার নিরসন ঘটেছে। এই কথা আমার খুব ভাল লেগেছে যে, পুরুষ মহিলা পৃথক পৃথক তাবুতেই ছিল। একদিকে আপত্তি করে মানুষ কিন্তু তার কাছে এটি ভাল লেগেছে। আর এ কারণে পৃথক তাবুতে থাকার কারণে মানুষের মনোযোগ নষ্ট হয় না। এক সাথে থাকলে পুরুষদের চোখ ঠিক থাকে না। তিনি বলছেন পুরুষ মহিলা পৃথক পৃথক তাবুতে থাকার কারণে মানুষের মনোযোগ নষ্ট হয় না। ইসলাম এবং ইবাদতের প্রতি বেশি মনোযোগ দেয়ার সুযোগ পায় মানুষ। তাই আহমদী নারী যারা কোন প্রকার হীনম্মন্যতায় ভুগছে তাদের এই মন্তব্য সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত, ভাবা উচিত।

ইটলীর প্রফেসার ফায়েলাযি বলছেন, তিনি একটা ইসলামীক সেন্টারের ডাইরেক্টার। বয়আত চলাকালে আহমদীদের যেই ঈমানঈ অবস্থা ছিল তা অন্যরাও অনুভব করেছে। আমি মনস্তত্ব বা সাইকোলজী পড়েছি মানুষের চালচলন এবং আচার ব্যবহার থেকে বুঝতে পারি যে এই ব্যক্তি তার ঈমানের দাবিতে কতটা সত্যবাদী। আহমদীদের দেখে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে আপনাদের ঈমানের মান খুবই উন্নত।

অনুরূপভাবে আরেকজন অতিথিনী ছিলেন, নাম হল লেন্ট উমিলাইন তিনি বলেন, এ বছর প্রথমবার জলসা সালানায় যোগদানের সুযোগ হয়েছে। আমার মনে হল এমন ব্যক্তি যে আল্লাহ্ সম্পর্কে কম জ্ঞান রাখে সে যদি জলসা সালানায় যোগদান করে তাহরে জলসার সমাপ্তিতে এ বিষয়ে জ্ঞান সমুদ্র নিয়ে ফিরে যাবে।

হুজুর আনোয়ার (আই.) বলেন, বিভিন্ন সংবাদ এবং প্রচার মাধ্যমে জলসার যে প্রচার প্রসার হয়, প্রচার মাধ্যম যা করার করেছে, আল ইসলাম ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ৮লক্ষ ৬২ হাজার বার ভিজিট করা হয়। ভিডিও ২লক্ষ ১৮ হাজার মানুষ দেখেছে। অনলাইন এবং প্রিন্ট পত্র-পত্রিকায় জলসার প্রেক্ষাপটে যে সংবাদ প্রাচারিত হয়েছে এর সংখ্যা হল ৫৩। রেডিওতে ২০টি সংবাদ প্রচারিত হয়েছে। টেলিভিশনে ৪টি। মোট রিপোর্টের সংখ্যা হল ৭০। এর মাধ্যমে ২৬ মিলিয়নের অধিক মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছেছে।

প্রসিদ্ধ টেলিভিশন ও রেডিও চ্যানেল যারা কভারেজ দিয়েছে, সেগুলোর ভিতর ছিল বিবিসি টিভি, আইটিভি, আরাবিক কলামিস্ট, ইকোনোমিক্স, এক্সপ্রেস, ইনডিপেন্ডেন্ট, আফিনটেনপোর্স্ট, হারাল ক্যাপিটাল রেডিও, অল্টোন রেরোর, লন্ডন লাইভ, এছাড়াও বিবিসির ১৯টি আঞ্চলিক রেডিও স্টেশনে রোববার আমাদের প্রতিনিধিদের সুযোগ দেয়া হয়েছে। বড় একটা জন বসতি এদের মাধ্যমে কভার হয়েছে।

আফ্রিকায় জলসার যে কভারেজ হয়েছে তাহল- এবছর ১৫টি টিভি চ্যানেল যু ক্তরাজ্য জলসার কার্যক্রম প্রচার করেছে, ঘানা, নাইজেরিয়া, সিয়েরালিয়ন, গাম্বিয়া, রোওয়ান্ডা, বুরকিনাফাসোঁ, বেনীন, ইউগান্ডা, মালী, কঙ্গো, ব্রাজবিল এবং প্রথমবার বুরলি টেলিভিশন জলসার কার্যক্রম প্রচার করেছে। বিভিন্ন সাংবাদিকের ব্যক্তিগত চ্যানেলে ষ্টরি তারা প্রচার করেছে। মোটের ওপর এর মাধ্যমে ৫০ মিলিয়ন মানুষ পর্যন্ত আফ্রিকায় জলসার কার্যক্রম দেখানো হয়েছে।

হুজুর আনোয়ার (আই.) সেচ্ছাসেবীদের উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে বলেন, এসব সেচ্ছাসেবী একটি নীরব তবলীগ করছিল, শিশুরা, পুরুষ, মহিলা সকলেই। এবার মোটের ওপর যারা যোগদান করেছে তারা বলছেন পুরুষ মহিলা উভয় ক্ষেত্রে পুরুষ মহিলা সব কর্মীদের সম্পর্কে সবাই বলেন যে, অসাধারণ উত্তম ব্যবহার আমাদের চোখে পড়েছে আর সেবার মান ছিল অসাধারণ। তাই জলসায় সকল যোগদানকারীদের খোদার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পাশাপাশি এসব কর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। এদের জন্য দোয়াও করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে ভবিষ্যতেও খেদমতের বা সেবার তৌফিক দিন। আমিও সকল পুরুষ মহিলা কর্মীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে পুরস্কৃত করুন আর ভবিষ্যতে পূর্বের চেয়ে আরো অধিক সেবার তৌফিক এবং সামর্থ্য দিন, সব সময় আহমদীয়া খেলাফতের তারা যেন সাহায্যকারী হয়, সব কর্মী বা সেবাদানকারী যারা রয়েছেন পুরুষ এবং মহিলা তাদের আল্লাহ্র দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত, কেননা খোদা তা'লা তাদেরকে খেদমতের তৌফিক দিয়েছেন। আর খোদার ফযল এবং অনুগ্রহ ছাড়া এই সেবা প্রদান সম্ভব ছিল না। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে আরো বিনয়ী করুন আর এই খেদমত এবং এই প্রশংসার ফলে কোন অহংকার যেন তাদের হৃদয়ে দানা না বাঁধে।

Khulasa Khutba (Bangla) Huzoor Anwar (atba) 10 AUGUST 2018

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To .....

.....

From: Ahmadiyya Muslim Mission Nalhati, Piranpara, Birbhum, 731243, W.B